দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 17 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গনে

প্রসঙ্গঃ নৈর্ব্যক্তিক

বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড ১৯৯২ সনের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নতুন নিয়ম প্রণয়ন করেছেন। যা সত্যিই অভিনন্দিত হবার যোগ্য। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন টাস্ক ফোর্স হতে থাকবে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক এর বিরোধিতা করেছেন। তাদের এই বিরোধিতার জবাবে আমি বলতে চাই যে, আমাদের নৈর্ব্যক্তিকে নম্বর তোলা সহজ হলেও রচনামূলকের জন্য আমাদের পূর্ববর্তী সিলেবাসই পড়তে হচ্ছে। সেখানে আমরা পূর্ববর্তীদের তুলনায় কোন অংশেই কম পড়ছি না; বরং আমরা রচনামূলক ছাড়াও ৫০০ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পড়ছি।

তাছাড়া পূর্বে তারা একটি প্রশ্নের জন্য যে মান পেত তার চেয়ে আমরা আরো কম পাচ্ছি। এছাড়া আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, আমরা কোন কোন নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ১০/১৫ মিনিটে শেষ করেও আমাদের হলে বসে থাকতে হয় ১ ঘন্টা পার হবার জন্য। যেহেতু পরীক্ষার সময় আমাদের পুরোপুরি ব্যবহারের অধিকার রয়েছে সেহেতু নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দেবার পর পরই যেন রচনামূলক পরীক্ষা শুরু করতে পারি সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আশা রাখি।

—মোঃ রশিদুল হক (স্বপন)
(পরীক্ষার্থী)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। বাণিজ্য অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগগুলি তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সেমিস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কলা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলির পরীক্ষা অনুষদ কর্তৃক কোর্স পদ্ধতির মাধ্যমে একই সঙ্গে নেয়া হয়। এতে দেখা যায় কোন বিভাগের কোর্স শেষ হয়ে গেলেও অনুষদভুক্ত অন্যান্য বিভাগগুলির কোর্স শেষ না হওয়ায় উক্ত বিভাগের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় না। আবার অনুষদভুক্ত সকল বিভাগের পরীক্ষা একই সঙ্গে শুরু হয় বিধায় পরীক্ষার হল বা স্থান নিয়েও জটিলতা দেখা দেয়। ফলে পরীক্ষা শেষ হতে অনেক দেরী হয়। তাই সকল অনুষদে বিভাগ ভিত্তিক পরীক্ষা চালু করলে প্রত্যেক বিভাগ তাদের সুবিধা মত পরীক্ষা নিতে পারতো। এতে জটও অনেকটা কমে যেত। উল্লেখ্য, বাণিজ্য অনুষদের মার্কেটিং বিভাগে বর্তমানে কোন সেশনজট নেই। এটা বিভাগ ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে অনেকটা সম্ভব হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, বিষয়টি ভেবে দেখা হোক।

—মোঃ আজম বেগ

সেশনজট ও যানজট

বাংলাদেশে বিভিন্ন জটের মধ্যে সেশনজট আর যানবাহন জট অন্যতম। একটির জন্য দায়ী করা হয় ছাত্রদের অপরটির জন্য রিক্সাকে। আসলে কি তাই? আমার মতে সেশনজটের জন্য ছাত্রা কিংবা সন্ত্রাস দায়ী নয়, বরং সন্ত্রাসের জন্য দায়ী সেশনজট, আর সেশনজটের জন্য দায়ী পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব। কারণ পরীক্ষার তাড়া থাকলে ছাত্ররা কাটা রাইফেলের মাজল পরিষ্কারের সময় পাবে কম। আর তাই এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন কেবলমাত্র শিক্ষক মদোদয়গণ।

অপরদিকে যানযটের জন্যও দায়ী কেবলমাত্র রিক্সা নয়, বরং ট্রাফিক ব্যবস্থাও। মাথা ব্যথার সমাধান কি মাথা কেটে ফেলা? এমনিতেই পরিবহন খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। রিক্সা অনেকটা হরতাল কিংবা অন্য সময়ের যানবাহন মালিক শ্রমিকদের স্বেচ্ছাচার থেকে কিছুটা হলেও নগরবাসীকে রক্ষা করে। আর মিশুককে রিক্সার বিকল্প ভাবা হয় আসল কি তাই? বরং মিশুক হচ্ছে স্কুটারের বিকল্প। যেখানে সরকার আজো স্কুটারে মিটার সংযোজন করতে পারেননি সেখানে পুরো ঢাকা শহর এদের হাতে ছেড়ে দেবার দুঃসাহস কি করে দেখান? তাই রিক্সা না উঠিয়ে বরং রিক্সা চালকদের প্রশিক্ষণ ও ট্রাফিক আইন অমান্যের জন্য তাৎক্ষণিক জরিমানার ব্যবস্থার পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশদের প্রতিও নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে 'জুতা আবিষ্কার' কাহিনীর ন্যায় অনাসৃষ্টি তৈরী করবেন না।

—এ, এস, এম, মাসুদ